রক্ত ও কাদা'য় আবৃত ইতিহাস, এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনাবশ্যক বিতর্ক

ডঃ সিদ্দীক আহমেদ ছিলেন একজন অতন্ত্য সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানী। আমার বাবা-চাচা'দের মত উনি'ও রাজনীতি করতেন না, কিন্তু রাজনীতি সচেতন ছিলেন। ৭১এর মার্চের দিন-গুলিতে উনি ছিলেন প্রচন্ড উদ্যমী এবং সাহসী সংগঠক। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ উনাকে আল-বদর বাহিনী সাইন্স ল্যাবের বাসা (বি-২৩) থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনার সুইডিশ স্ত্রী একমাত্র সন্তান ওমর' কে নিয়ে সুইডেন'এ চলে যান। গবেষনা'র পেশা'য় নিয়োজিত থাকার কারনেই সম্ভবত সাইন্স ল্যাবরেটরী'র প্রায় সবাই কম-বেশী অন্তর্মূখী। তাই ডঃ সিদ্দীক আহমেদ'এর আত্মত্যাগের কথা খুব কমই প্রচারিত হয়েছিল সেই সময়। ফলে যুদ্ধের কুয়াশা (Fog of war), আর 'রক্ত ও কাদা'র (জাপানী ভাষায় বহুল ব্যাবহৃত অভিব্যক্তি) মধ্যে তিনিও প্রায় বিস্মৃত হয়ে যান!

জহির রায়হানের অন্তর্ধান নিয়ে কথা হচ্ছিল ফেব্রুয়ারী'র প্রথম সপ্তাহে সিডনিতে এক বাসায়। কথা উঠেছিল কারন কয়েকদিন আগেই জহির রায়হানের তৎকালীন স্ত্রী এবং অভিনেত্রী (অভিনেত্রী ববিতার বড় বোন)' সুচন্দা' প্রতিবছর ৩০ জানুয়ারি এই প্রসঙ্গ নিয়ে একই কথা বলে থাকেন যে, 'জহির রায়হানের কি হলো, কেউ আর কোনো খোঁজ-খবর নেয় না এই বিষয়টার!' প্রসঙ্গত উল্লেক্ষ্য, আজকে থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে 'জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়া' নিয়ে আমার একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ জাতীয় দৈনিকে এবং বেশ কিছু দেশের ওয়েব-সাইটে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক তথ্য এবং বই ঘেঁটে ' জিগ-স-পাজল' এর মতো বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সংবাদ'এবং তথ্য সমন্বয় করে 'সেইদিন ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২' সালে মিরপুরে কি ঘটেছিল তার পূর্নাংগ এবং বিস্তারিত বর্ণনা আমি দিয়েছিলাম।

জহির রায়হান একাই শুধু সেই দিন নিখোঁজ হন নাই, উনার সাথে ২য় বেঙ্গল'এর এবং পুলিশের ৩৯ জনের উপর সদস্য সেই দিন নিহত হন, অথবা নিখোজ কারন তাদের মৃতদেহ-গুলি মিরপুরে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানী সৈন্য এবং অবাঙ্গালীরা' টুকরা-টুকরা করে মিরপুরের বিলের পানিতে ফেলে দিয়েছিল। শহীদ লেঃ সেলিম'ও এই ঘটনা'য় প্রান হারান। **মেজর জেনারেল মইনুল ইসলাম চৌধুরী, মেজর জেনারেল ইব্রাহীম, মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ সহ সেই দিনের ঘটনা'র সাথে সম্পৃক্ত সাধারন সৌনিক'দের বর্ননা থেকে ফুটে উঠে সেই অবিশাস্য হত্যাযজ্ঞের বিস্তারিত বিবরন!** আমার লেখা টি সেই সময় প্রায় মাস তিনেক বিভিন্ন ওয়েব-সাইটে সবচেয়ে বেশী পঠিত রচনা ছিলন। তখন র্পযন্ত সেখ ইসমাইল হোসেন রচিত 'একাত্তরে মিরপুর' বইটি প্রকাশিত হয় নাই, এই বইয়ে সেই দিনের ঘটনার আরো বিস্তারিত বর্নানা পাওয়া যায়।

আমি যখন সেই তথ্যগুলি জানালাম, তখন দুইজন তির্যক মন্তব্য করলেন! একজন বলল্েন, ' আমি সেই সময় ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলাম ,আমি তো এই কথা কোনদিন শুনি নাই!' আরেকজন বললেন, 'আমি তো কখনো এ ধরনের কিছু জানতামই না যে ৩০ শে জানুয়ারি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মিরপুর অবাঙ্গালীদের নিয়ন্ত্রনে ছিল! এটা কিভাবে সম্ভব হয়? কারন ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সৈন্য'রা আত্মসমর্পন করেছিল, আর বঙ্গবন্ধু'তো ১০ ই জানুয়ারি দেশে ফিরেছেন ১৯৭২ সালে?'

আমি তখন বললাম, আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানিনা; সবাই যে সবকিছু জানবেন তেমন কোন কথাও নাই, সবার আগ্রহ বাঁ স্মৃতি শক্তিও সমান নয়। কিন্তু আমি জানি না অথবা আপনি জানেন না,

তাই বলে জিনিসটা যে ঘটে নাই সেটা ঠিক না। তখন আরেকজন প্রশ্ন তুললো, 'আপনি এত কিছু জানেন, অথচ সুচন্দা এর কিছুই জানে না? এইটা কি ভাবে সম্ভব? আপনার বয়স তখন কত ছিল?

আমি বললাম অভিনেত্রী সুচন্দা কেন জানে না, তার উওর আমার জানা নেই, কিন্তু অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে তিনি চাইলেই আমার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ'টি অথবা সেখ ইসমাইল হোসেন রচিত 'একাত্তরে মিরপুর" বইটা পড়লেই সব বিস্তারিত জানতে পারতেন। কিন্তু এরই মধ্যে বুড়ীগংঙ্গা'য় অনেক জল গড়িয়েছে। সুচন্দা'র জীবন স্বভাবতই ৭২'এ থেমে থাকে নাই, তিনিও আবার বিয়ে করেছেন। তাই প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের প্রাক্তন স্বামী'র ব্যাপারে তার জানার আগ্রহ না ও থাকতে পারে। তিনি তাই প্রতিবছর একটি গৎবাধা উত্তর দিয়ে যান । জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে বয়স (আমার বা আপনার) যদি একমাত্র গুরুত্বপূর্ন বিষয় হতো, তা হলে আমরা সবাই পলাশি, কারবালা বা দুর-অতীতের প্রায় সব বিষয়েই সম্পূর্ন অজ্ঞ থাকতাম!

বদরুদ্দীন ওমর' এর মত কিছু জ্ঞান-পাপী'রা এবং আ, স, ম আব্দুর রব'এর মত হঠকারী'রা প্রতি-বছর একই ধরনের অনাবশ্যক বিতর্ক শুরু করে সাতই মার্চ'এর ভাষন নিয়ে । তাদের 'অনুমান, অভিমত এবং কল্পনা' ৭ মার্চ সরাসরি স্বাধীনতা'র ঘোষনা দেওয়া হলে, 'লাখ লাখ মানুষ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অভিমূখে রওয়ানা হতো এবং সেই দিনই দেশ স্বাধীন হয়ে যেত!' তারা উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে বিতর্ক সৃষ্টি'র জন্য যে এই ধরনের বক্তব্য দেয় তা বলাইবাহুল্য। তাদের (ভূল) অনুমান আর (কু) যুক্তির অসারতা প্রমান করে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট দখলে'র ব্যার্থ প্রচেষ্টা। কর্নেল সাজ্জাদ জহির (অবঃ) বীর প্রতিক'এর লেখা 'রংপুর সেনানিবাসে দুঃসাহসিক অভিযান' এ আমরা দেখি কতিপয় হঠকারি ব্যাক্তির উস্কানী'তে শুধু মাত্র আবেগ-তাড়িত হয়ে কি ভাবে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ' তীর-ধনুক হাতে কয়েক শত সাওতাল'কে সামনে রেখে রংপুর সেনানিবাস দখলের চেষ্টা করেছিল। সুসজ্জিত পাকিস্তানী বাহিনী স্বাভাবিভাবেই প্রস্তুত হয়ে ছিল আগেভাগেই। সেই লক্ষাধিক মানুষ'এর মধ্যে একজন'ও রংপুর সেনানিবাস'এ পৌছাতে পারে নাই, পাকিস্তানী বাহিনী'র হেভী মেশিনগান অনেক দূর থেকেই তাদের উপর গুলি চালায়, ফলে কয়েক হাজার সাওতাল এবং বাঙ্গালী অযথা প্রান হারায় ১৯৭১ সালের২৭-২৮ মার্চ (সম্ভবত)। সাওতাল'দের একটি তীর'ও লক্ষে পৌছাতে পারে নাই।

রংপুর ক্যান্টনমেন্ট'এ সেই সময় কর্মরত বাঙ্গালী সামরিক কর্মকর্তা, (পরবর্তী'তে মেজর) নাসিরুদ্দীন এর বই 'যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা' গ্রন্থে'ও সেই হঠকারী সিদ্ধান্তের মর্মান্তিক এবং করুন পরিনতী'র বিস্তারিত বর্ননা দেওয়া আছে। মাত্র ছয়টি সামরিক জীপ'এর উপর হেভী মেশিন'গান বসিয়ে পঞ্চাশজনের'ও কম পাক-সেনা কিভাবে লক্ষাধিক মানুষ'এর মিছিল'কে অনেক দূর থেকে প্রতিহত করেছিল; আর সেই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের নেতৃত্বে ছিল এক বাঙ্গালী অফিসার!

রংপুর'এর তুলনায় ঢাকা'র প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক গুরুত্ব শতগুনের'ও বেশি। একই সাথে ৭মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট'এ পাকিস্তানীরা ছিল অনেক বেশী সুসজ্জিত এবং সম্পূর্ন প্রস্তুত। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট'এ প্রায় দশ-হাজার সৈন্য, অনেক ট্যাংক, কামান, আর্মাড-কার, ফাইটার প্লেন এবং হেলিকপ্টার প্রস্তুত ছিল যে কোন ধরনের আক্রমন প্রতিহত করার জন্য। সেই দিন এই সব জ্ঞান-পাপীদের কুবুদ্ধি-পরামর্শে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষনা করলে রংপুরের চেয়ে অনেক-গুন বড় হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হত, এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যেত তা বলাই-বাহুল্য। এত জ্বলজ্যান্ত উদাহরন থাকার পরেও, এতদিন পরে এখনও কিছু জ্ঞান-পাপী শুধু-মাত্র বিতর্ক সৃষ্টির জন্য

সুচন্দা'র মত বার-বার একই প্রসঙ্গের অবতারনা করে থাকে। কারন ইতিহাস জানার চেয়ে তর্ক করে আলোচনা'য় আসা অনেক সহজ পথ।

বিভিন্ন নামকরা এবং তথাকথিত জ্ঞানী এবং পড়ুয়া মানুষের অজ্ঞতার কারনে আমাকেও এই ধরনের অনেক অসুবিধার এবং অনাবশ্যক বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়েছে যখন ঢাকা সায়েন্স ল্যাবরেটরী'র শহীদ ডঃ সিদ্দিক আহমেদ চাচা'কে নিয়ে কথা বলতাম। অনেকেই ওনার অবদান, এমনকি অস্তিত্ব নিয়ে'ও প্রশ্ন করতেন! বলতেন কই 'কোন সংবাদপত্রে বা বই'এ দেখিনি ওনাকে নিয়ে কিছু লেখা? আপনি যে বলেন উনার সুইডিশ ওয়াইফ ছিল' কি নাম তার? তিনি এখন কই থাকেন? তার সমন্ধে খবরের কাগজ বা টিভি'তে কোন প্রতিবেদন কখনও দেখি নাই?'

এখানেও একই সমস্যা, 'তারা জানে নে অথবা শুনে নাই', তাই উনার অস্তিত্ব'ও বিতর্কের সম্মুখীন। ঠিক এই অবস্থায় আমার হাতে আসলো সেই বই 'রক্ত ও কাদা'। জাপানি ভাষায় লেখা এক জাপানি ভদ্রলোক এর লেখা যিনি ১৯৭০ সাল থেকেই তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে' জাপান রেডক্রসের কর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন'; তারই বাংলা অনুবাদ। যেহেতু এই ভদ্রলোকের কোন স্বার্থ নাই তাই এ বইকে সম্পূর্ণ নির্ভুল ইতিহাস হিসাবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। এই বইটি আমাকে অনুপ্রানিত করে সিদ্দিক চাচা'র ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে।

তথ্য-সংগ্রহের জন্য আমি গেলাম সাইন্স ল্যাবের তদানীন্তন চেয়ারম্যান'এর কাছে। প্রথম দিকে তিনি তেমন আগ্রহী ছিলেন না এই ব্যাপারে! সব জানার পরে উনি সাহায্যের হাত প্রসারিত করলেন। তথ্য-সংগ্রহের এক পর্যায়ে যোগাযোগ করলাম, এবং একই সাথে প্রচন্ড রকম আশ্চর্য হলাম (ধাক্কা খেলাম) সিদ্দিক চাচার আপন ভাইয়ের ছেলের সাথে কথা বলে (যে সিদ্দিক চাচার নিকট আত্মীয় হিসেবে সাইন্সল্যাবে চাকুরী প্রাপ্ত)! সে দেখি তার চাচার ব্যাপারে কিছুই জানে না! তাঁর চাচাকে কোন ফ্ল্যাট থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই ফ্ল্যাট'টি দেখতেও সে কোনদিন যায় নাই, এমন কি ফ্লাট নাম্বার'টিও সে জানেনা ! তাই কেউ আত্মীয় হলেই যে, সে বা তারা' সেই ব্যাক্তি বা ঘটনা'র ব্যাপারে বিস্তারিত বা সঠিক খবর জানবে, এমনকি জানতে আগ্রহী হবে, তেমন আশা করাও ঠিক না। ইতিহাস উদ্ধারের জন্য দরকার অনেক ধৈর্য্য আর শ্রম।

আমরা যদি ডঃ সিদ্দিক'এর সাথে ১৯৭১ সালে আল-বদর বাহিনী'র হাতে নিহত সায়েন্স ল্যাবরেটরী'র অনান্য শহীদ'দের নাম আমরা যদি চিরস্থায়ী করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এরকম অনেক হতাশা আর আপত্তি; বিতর্ক বা অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে, ধাক্কা'ও খেতে হতে পারে। কিন্তু এটা সময়ের দাবি, আর আমাদের সকলের নৈতিক আর মানবিক দায়বদ্ধতা' রয়েছে এই ব্যাপারে। আমরা যারা উনাদেরকে দেখেছি বা চিনতাম' আমরা যদি এই কাজ না করি, তাহলে কেউ কোনদিন করবে না। 'রক্ত আর কাদা'র নিচে সিদ্দিক চাচা'দের আত্মত্যাগের ইতিহাস চাপা পড়ে থাকবে, কালের আবর্তে ওনারা হারিয়ে যাবেন, চিরদিনের জন্য।

নাজমুল আহসান শেখ, ২০ মার্চ ২০২১